আলমডাঙ্গা রাসমণি জুয়েলার্স স্বর্ণের তিনটি চেইন ছিনতাই

আলমডাঙ্গায় অভিনব কৌশলে স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়েছে দুই দুর্বৃত্ত। এ ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মাঝে চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিনব কৌশলে স্বর্ণের তিনটি চেইন চুরি হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টা ৫০ মিনিটে আলমডাঙ্গা চারতলা মোড়ে অবস্থিত রাসমণি জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মাঝে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দোকান সূত্রে জানা যায়, একজন ব্যক্তি ক্রেতা সেজে দোকানে প্রবেশ করে স্বর্ণের চেইন দেখতে চান। এ সময় দোকান মালিক বিভিন্ন ডিজাইনের তিনটি চেইন বের করে দেখানোর একপর্যায়ে ওই ব্যক্তি হঠাৎ করেই চেইনগুলো নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে বাইরে অপেক্ষমাণ সহযোগীর মোটরসাইকেলে উঠে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

রাসমণি জুয়েলার্সের মালিক বিজু শিহি জানান, চুরি হওয়া তিনটি স্বর্ণের চেইনের আনুমানিক মূল্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা।

ঘটনার খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে এবং তদন্ত শুরু করে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল বলেন, “ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।” তিনি আরও বলেন, “এ ধরনের অভিনব কৌশলের চুরির ঘটনায় দোকানদারদের আরও সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।”

এদিকে ঘটনার পর স্বর্ণপট্টির ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীর তিন লাখ টাকার স্বর্ণ নিয়ে লাপাত্তা জ্বিনের বাদশা

‘জ্বিনের বাদশা’র কথায় বিশ্বাস করে তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণ জমা দিয়ে পিতলের মূর্তি পেলেন এক প্রবাসীর স্ত্রী। প্রায় দুই মাস মোবাইলে যোগাযোগের পর এমন প্রতারণার শিকার হন ওই নারী। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আশরাফুলের স্ত্রী লিলুফা খাতুনের সঙ্গে। এ ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভুক্তভোগী নারী জানান, দুই মাস আগে গভীর রাতে একটি অচেনা নম্বর থেকে তার মোবাইলে কল আসে। তিনি কল রিসিভ করলে অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে ‘জ্বিনের বাদশা’ পরিচয় দেন। কল কেটে দিলে পরিবারের বড় ক্ষতি হবে বলে ভয় দেখিয়ে কল না কাটতে বলেন। তিনি বিভিন্ন দোয়া-দরুদ ও মন্ত্র পড়তে থাকেন এবং এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলতে নিষেধ করেন।

পরদিন মধ্যরাতে আবার কল দিয়ে তাকে নিজের মেয়ে দাবি করেন এবং ধনসম্পদে ভরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এভাবে প্রায় দুই মাস ধরে তার সঙ্গে নিয়মিত কথা বলতে থাকেন।

গত শনিবার গভীর রাতে আবারও কল দিয়ে কথিত ‘জ্বিনের বাদশা’ বলেন, “তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে অনেক ধনসম্পদ দিতে চাই। গাংনী বড় মসজিদের পেছনে একটি স্বর্ণের মূর্তি রাখা আছে। সেটি নিয়ে বাড়িতে গোপন জায়গায় রাখবে। বিনিময়ে তোমার বাড়িতে থাকা সব স্বর্ণের গহনা ওই স্থানে রেখে আসবে। পরদিন সকালে গহনাগুলো সেখান থেকে নিয়ে যাবে।”

তার নির্দেশনা অনুযায়ী লিলুফা খাতুন স্বর্ণের চেইন, দুল, চুড়িসহ বিভিন্ন গহনা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে মূর্তিটি বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরদিন রোববার দুপুরে গহনা নিতে গিয়ে সেখানে কিছুই না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তখনই বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

পরে কথিত ‘স্বর্ণের মূর্তি’টি স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেলে জানা

যায়, সেটি পিতল/কাঁসার তৈরি। প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার খোয়া গেছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে উৎসুক জনতা মূর্তিটি দেখতে ভিড় করেন।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার বলেন, “এটি একটি প্রতারক চক্রের কাজ। ভুক্তভোগী অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দর্শনায় ১৯ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরি, মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

দর্শনা আমতলাপাড়ায় ঘরের গ্রীল কেটে ও তালা ভেঙে ১৯ ভরি স্বর্ণ ও ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত ইউসুফ আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে ব্রোঞ্জের ওপর স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া একটি চুরি উদ্ধার করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুলতান মাহমুদ জানান, সোমবার সকালে এসআই ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দামুড়হুদার চিৎলা গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে ইউসুফ আলীকে গ্রেফতার করে। তিনি দর্শনা আজিমপুর এলাকার আব্দুল বারেকের ছেলে।

এ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর আগে আজিমপুর গ্রামের ইসলামকে (৪৫) ভেড়ামারায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী তপন বিশ্বাস (৩৭) ও অর্ণব কুমার সোহাগের (২৩) কাছে চোরাই স্বর্ণ বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলে মামলার অগ্রগতিতে জড়িত আরও ৯ জনকে পুলিশ পর্যায়ক্রমে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন হারুন রশিদের ছেলে অন্তর (৩০), শফিউদ্দিনের ছেলে রিয়াদ (১৭), চায়না খাতুন (২৫), তার স্বামী লিয়াকত আলী, আমিন ওরফে সম্রাট (৪৫)

রিয়াদ হোসেনসহ (৩৭) মোট ১০ জন।

বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছেন ইউসুফ আলী, ইসলাম (৪৩), আল আমিন ওরফে সম্রাট, চায়না খাতুন, রিয়াদ হোসেন ও আনিছ। বাকিরা জামিনে মুক্ত।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর ২০২৫ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে মঞ্জু রাণী ঘোষের বাড়ির গ্রীল ও তালা ভেঙে ১৯ ভরি স্বর্ণ ও ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা চুরি হয়। পরদিন ১৫ অক্টোবর তিনি দর্শনা থানায় মামলা করেন, মামলা নং ০৯।

দর্শনায় স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরির ঘটনায় মূলহোতাসহ ৪ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দিনদুপুরে সংঘটিত দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় মূলহোতা ইসলামসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে আংশিক স্বর্ণও উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, দর্শনা আমতলা পাড়ার কেরুজ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনজু রানী ঘোষের বাড়িতে গত ১৪ অক্টোবর দুপুরে চুরির ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার দিনভর অভিযান চালিয়ে দর্শনা থানা পুলিশ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বৃত্তিপাড়া গ্রাম থেকে চিহ্নিত চোর ইসলাম (৪৩), স্বর্ণ ব্যবসায়ী তপন বিশ্বাস (৩৭), ও অর্ণব কুমার কর্মকারকে (২৭) গ্রেফতার করে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দর্শনা আমতলা পাড়ার চায়না বেগমকেও (৩০) গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ তাদের কাছ থেকে দুটি ভাঙা স্বর্ণের আংটির টুকরো উদ্ধার করেছে।

দর্শনা থানার ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর জানান, চুরির ঘটনার দিন থেকেই আমরা তদন্তে ছিলাম। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ভেড়ামারায় অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আরও একজনকে ধরা হয়।

তিনি আরও জানান, তারা স্বীকার করেছে যে দুটি আংটি ৪২ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে। উদ্ধারকৃত স্বর্ণ জব্দ করা হয়েছে। গ্রেফতার চারজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে এবং রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর চোরেরা ঘরের গ্রীল কেটে প্রায় ২১ ভরি স্বর্ণ ও নগদ দুই লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

দর্শনা সীমান্তে স্বর্ণসহ নারী চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি’র চোরাচালান বিরোধী অভিযানে তিনটি স্বর্ণের বারসহ এক নারী চোরাকারবারি আটক হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের কামারপাড়া বাড়াদী গ্রামের ওয়াসীমের স্ত্রী আসমা বেগম (৩৫) কে আটক করা হয়।
বিজিবি জানায়, ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের নির্দেশে বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কামারপাড়া পাকা রাস্তায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় কামারপাড়া বাড়াদী ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ এনামুল হকের নেতৃত্বে টহল দল সীমান্ত পিলার ৮০/১০-আর হতে প্রায় ৮০০ গজ ভেতরে অভিযান চালিয়ে আসমা বেগমকে আটক করে।

পরে তার হাতে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ তল্লাশি করে তিনটি স্বর্ণের বার, একটি বাটন মোবাইল ফোন ও নগদ ১৮০ টাকা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫৮ লাখ ৫৮ হাজার টাকা।

ঘটনায় নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ এনামুল হক বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আটককৃত আসামিকে থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

দর্শনা সীমান্তে স্বর্ণসহ নারী চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবির চোরাচালান বিরোধী অভিযানে তিনটি স্বর্ণের বারসহ এক নারী চোরাকারবারি আটক হয়েছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের কামারপাড়া বাড়াদী গ্রামের ওয়াসীমের স্ত্রী আসমা বেগম (৩৫) কে আটক করা হয়।

বিজিবি জানায়, ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের নির্দেশে বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কামারপাড়া পাকা রাস্তায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় কামারপাড়া বাড়াদী ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ এনামুল হকের নেতৃত্বে টহল দল সীমান্ত পিলার ৮০/১০ আর হতে প্রায় ৮০০ গজ ভেতরে অভিযান চালিয়ে আসমা বেগমকে আটক করে।

পরে তার হাতে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ তল্লাশি করে তিনটি স্বর্ণের বার, একটি বাটন মোবাইল ফোন ও নগদ ১৮০ টাকা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫৮ লাখ ৫৮ হাজার টাকা।

ঘটনায় নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ এনামুল হক বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আটককৃত আসামিকে থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

দর্শনা সীমান্তে ১ কোটি ৭২

লাখ টাকার স্বর্ণসহ দুই চোরাকারবারী আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা উপজেলার ছয়ঘড়িয়া সীমান্তে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ১৬২ গ্রাম ওজনের ৮টি স্বর্ণের বারসহ দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)। জব্দ স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৭২ লাখ ১৫ হাজার ১৮২ টাকা।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৯ থেকে ১২০০ গজ ভেতরে তেমাথা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি সদস্যরা মোটরসাইকেলে করে সীমান্তের দিকে যাওয়া দুই সন্দেহভাজনকে থামার সংকেত দিলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। ধাওয়া করে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন দর্শনা থানার নাস্তিপুর গ্রামের মো. আব্দুল মমিন
(৪৯) ও মো. আবুল কালাম আজাদ (৪৭)। জিজ্ঞাসাবাদে মো. আব্দুল মমিন তার কোমরে লুকানো ৮টি স্বর্ণের বারের কথা স্বীকার করেন। এ ছাড়া তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও একটি বাটন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে অভিযানে জব্দ স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। হাবিলদার মো. মিজানুর রহমান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন, এবং আটক দুজনকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির স্বর্ণ-মাদক চোরাচালান ও

পুশইন প্রতিরোধে সভা

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা ইমিগ্রেশন চত্বরে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি স্বর্ণ মাদক চোরাচালান ও পুশইন প্রতিরোধে জন সচেতনতা মুলক এক আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৪টার দিকে জয়নগর সীমান্তে চেকপোষ্ট চত্বরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা বিওপি বিজিবির কোম্পানী কমান্ডার সু্বেদার মোঃ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এর উপ-পরিচালক মেজর মোঃ হায়দার আলি।

এসময় তিনি বলেন, এলাকার সব ধরনের মানুষের সহযোগিতা না পেলে স্বর্ণ মাদক চোরাচালান ও পুশইন ঠেকানো বা প্রতিরোধ করা সম্ভব না।
তিনি আরো বলেন, আমাদের আপনারা গোপনে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন,যা কেউ জানবেনা।

এ সময় দামুড়হুদা আনসার ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার মোঃ সাজিদ সহ ২০ জন সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য এবং সচেতন নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্বর্ণের দোকান বন্ধ ঘোষণা

বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো. রিপুনুল হাসানকে ‘মিথ্যা ও হয়রানিমূলক’ মামলায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলার সকল স্বর্ণের দোকান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলার জুয়েলার্স সমিতি।

বৃহস্পতিবার (২৯ মে) সকাল থেকেই মেহেরপুর শহর ও উপজেলার সকল

জুয়েলারি দোকান বন্ধ রয়েছে। এতে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে।

জেলা জুয়েলার্স সমিতির নেতারা জানিয়েছেন, তারা এই গ্রেপ্তারের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন এবং অবিলম্বে মো. রিপুনুল হাসানের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছেন। একইসঙ্গে তারা সকল হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

মেহেরপুর জেলা জুয়েলার্স সমিতির সভাপতি কিশোর পাত্র বলেন, “যাচাই-বাছাই না করেই দেশের স্বর্ণ ব্যবসার নেতৃত্বে থাকা একজন সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে ব্যবসায়িক পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।”

কর্মসূচি সম্পর্কে জেলা জুয়েলার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন বলেন, “আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা দোকান খুলছি না। প্রয়োজনে সারা দেশে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।”

স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই ঘটনার ফলে সাধারণ ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কে রয়েছেন। ক্রেতারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, কারণ অনেকেই আগেই অর্ডার দেওয়া গহনা বুঝে পাচ্ছেন না।

এদিকে, জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিন।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দোকান বন্ধ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। তবে যদি দীর্ঘমেয়াদি বন্ধ অব্যাহত থাকে, তা হলে স্বর্ণ ব্যবসা ও সাধারণ গ্রাহকের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা সীমান্তে

৭০৪ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) একটি বিশেষ অভিযানে মেহেরপুরের বুড়িপোতা সীমান্ত থেকে দুই পাচারকারীকে আটকসহ প্রায় ৭০৪ গ্রাম ওজনের চারটি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বাজারমূল্য প্রায় ৯৪ লাখ ৮৭ হাজার ৮৪০ টাকা।

বুধবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে বুড়িপোতা বিওপির (বর্ডার আউট পোস্ট) বিশেষ আভিযানিক দলের একটি দল শ্যানপাড়া তিন রাস্তার মোড়ে অ্যাম্বুশ করে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানটি পরিচালিত হয় চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের দিকনির্দেশনায় এবং আভিযানিক দলের নেতৃত্ব দেন নায়েক মো. মাসুদ হাওলাদার।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত পিলার ১১৭ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তি বাইসাইকেলযোগে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বিজিবির টহলদল তাদের থামার সংকেত দিলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। পরে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া দিয়ে তাদের আটক করতে সক্ষম হন।

আটককৃতরা হলেন বুড়িপোতা গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে মো. কালাম (৪৪) ও মৃত ঝড়ু মণ্ডলের ছেলে মো. আরজ আলী (৭১)।

বিজিবি জানায়, অভিযানের ঘটনায় বুড়িপোতা বিওপির টহল কমান্ডার নায়েক মো. মাসুদ হাওলাদার বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। আটককৃত আসামিদের থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণ মেহেরপুর ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।